মেহেরপুরে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের ২৭টি পরিবার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় বারাদী ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নতুন যোগদানকারীদের হাতে ফুল ও মিষ্টি খাওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের সমাজ গঠনের আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সবসময় জনগণের পাশে আছে। এই যোগদান আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানান, নির্বাচনের আগে বিএনপিসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে বলে জানান।

অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার না

করলে দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব হবে না

ভবিষ্যতে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে দেশে কোনো ধরনের অনিয়ম, অত্যাচার, চাঁদাবাজি কিছুই থাকবে না। নির্বাচন অধিশীঘ্রই আসছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ যারা অবৈধ অস্ত্র বহন করে, যারা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, তাদেরকে অতি দ্রুত গ্রেফতার করুন। অস্ত্রবাহীদের গ্রেফতার না করলে এই দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হবে না, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে না।

আর এই ফ্যাসিস্টরা যদি কোনোভাবে মিছিল-মিটিং বের করে, তাহলে তাদের তৎক্ষণাৎ আইনের আওতায় আনুন। কারণ তারা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য বারবার চেষ্টা করছে বিভিন্ন জায়গায়, অফিসে, এমনকি ছোট ছোট এলাকায়ও তারা মিছিল করার চেষ্টা করছে। আমাদের অনুরোধ কোনো জায়গায় এরকম কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে বা জেলা বিএনপিকে সংবাদ দিন।

আজ রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়ার মোড়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও জনসম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মেহেরপুরে এক জনসভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

তিনি আরো বলেন, আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে জেলা বিএনপি প্রার্থী হবে এবং আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

দীর্ঘ ১৭ বছর আপনারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন এই ফ্যাসিস্ট সরকারের কারণে ঘরে ঘুমাতে পারেননি, জেলখানায় থাকা অবস্থায় আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও দেখা করতে পারেননি সেই কষ্টের অবসান আসছে। এখন মাত্র দুই-তিন মাস আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি তাদের বোঝাতে হবে, তাদের কাছে ভোট চাইতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, যদি আপনারা এই তিন-চার মাস সঠিকভাবে কাজ করেন,

তাহলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর আগামী ৫০ বছর বিএনপি ক্ষমতায় থাকবে।

তিনি বলেন, অন্য কারো কাছে জেলা বিএনপির সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনো সুযোগ নেই আপনারা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আপনাদের মনোনীত প্রার্থীকেই আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধানের শীষ প্রতীক দেবেন।

আমি আপনাদের বলতে চাই নির্বাচন নিয়ে দেশে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ধর্ষ ষড়যন্ত্র চলছে। আপনারা জানেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বিশেষ করে ভারতের ষড়যন্ত্র আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাই বলছি আপনারা সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। ধানের শীষ প্রতীক ঘোষণার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেই প্রতীককে বিজয়ী করার জন্য।

দীর্ঘদিন এই সরকার সংস্কারের কথা বলে আসছে। কিন্তু আপনারা জানেন এক-এগারোর সরকারও সংস্কারের কথা বলে দুই বছর পর কী করেছিল!

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক।

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টুর যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আনসার উল হক, আলমগীর খান ছাতু, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম, এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান খান (গাজু), সৌরভ উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেনসহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সমবায়ের ভুমিকা গুরত্বপূর্ণ

‘সাম্য ও সততায়, দেশ গড়বে সমবায়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমবায় কার্যালয়ের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তেজনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা মডেল মসজিদের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে জেলা মডেল মসজিদের কনফারেন্স রুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবদুল ছালাম। জেলা সমবায় অফিসার এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির।

জেলা সমবায় অফিসের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষারের সঞ্চালনায় এছাড়াও জেলা সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, জাতীয় মৎস্যজীবী প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার, ফেমাস সমবায় সমিতির সভাপতি আব্দুল জব্বার এবং জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক উম্মে হানি চায়না প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এজন্য সবাইকে সততা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবায় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

পরে সমবায় খাতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে সমবায়

ক্যাটাগরিতে জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক উম্মে হানি চায়না, সমিতি ক্যাটাগরিতে সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি রেহেনা খাতুন এবং চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি আবুল কাশেমকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত
গাংনী অফিস জানায়,

সারা দেশের মতো মেহেরপুরের গাংনীতেও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫।

গতকাল শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা আবুল হোসেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, আবদাল হক, আবুল কাসেম এবং সিনিয়র সাংবাদিক আমিরুল আলম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায় আন্দোলন আজ একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সমবায় আন্দোলন গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা, সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর অফিস জানায়,

“সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়” এই স্লোগান সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির উদযাপনের শুভ সূচনা করা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। পরে পরিষদ মিলনায়তনে সমবায় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ এর মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমা, সুপ্রতিবেশীর মহিলার সমবায় সমিতির সভাপতি রেহেনা খাতুন, গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মোনাখালী অনির্বাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি আমজাদ হোসেন, এবং বিআরডিবি চেয়ারম্যান মুন্সি টিটো।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, উপজেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমবায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটিতে মেহেরপুর জেলার সমবায় সমিতির প্রথম স্থান অধিকার করা মুজিবনগর উপজেলার সুপ্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি ও গোপালনগর সমবায় ব্যবসায়ী সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠানকে, এছাড়াও সমবায়ে বিশেষ অবদানের জন্য গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাককে পুরস্কৃত করা হয়।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খাঁনের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী তাজ উদ্দীন খাঁন গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে পিরোজপুর গ্রামের হঠাৎপাড়া ও পশ্চিম পাড়ায় পায়ে হেঁটে জামায়াত নেতৃবৃন্দ নিয়ে এ গণসংযোগ করেন। গণসংযোগ কালে শিশু, পথচারী, রাস্তার ধারে দোকান অবস্থানরত জনগণ এবং বাড়ির সামনে অপেক্ষারত উৎসুক মা বোনদের সাথে কুশলাদি ও সালাম বিনিময় করেন এবং দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক জাব্বারুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মাওঃ তাজ উদ্দীন খাঁন। তিনি বলেন, আমরা আগামীর বাংলাদেশ দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চায়। এটা শুধুমাত্র আমাদের কথা নয়, কেন্দ্র থেকে নিয়ে ওয়ার্ড পর্যন্ত সৎ, দক্ষ ও যোগ্য মানুষ তৈরি করার পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে। আমাদের মানুষ হিসেবে ভুল হতে পারে, কিন্তু মানুষ তৈরি করার পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে। তার ভিত্তিতে আমরা বলতে চায় আগামীর বাংলাদেশ আমরা দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়বো- ইনশাআল্লাহ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সদর উপজেলা আমির মাওঃ সোহেল রানা, সদর উপজেলা যুগ্ম সম্পাদক মাওঃ নজরুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন সভাপতি আবুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে ইসলামী আন্দোলনের মোটরসাইকেল শোডাউন

মেহেরপুরের গাংনীতে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বর থেকে কয়েকশত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোযোগে ইসলামী আন্দোলনের মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টুর নেতৃত্বে গাংনী শহর হয়ে রাইপুর, ষোলটাকা, বামুন্দী, কাজিপুর, তেতুলবাড়িয়া, কাথুলী ও সাহারবাটি ইউনিয়ন প্রদক্ষিণ করেন।

আগামী সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী কে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বক্তারা। এছাড়া সৎ মানুষের শাসন, দুর্নিতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তাদের দলের প্রার্থী কে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক খাদেমুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সেক্রেটারি আবু হুরায়রা, উলামা আইআমাম পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহসিন আলী ও সেক্রেটারি মুফতি হাসমোতুল্লাহ সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর চোখতোলা মাঠ থেকে অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠ সংলগ্ন মেহেরপুর-কুষ্টিয়াগামী মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বস্থ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি অবৈধ ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে র্যাব।

গতকাল শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করে র্যাব।

উদ্ধারকৃত অবৈধ ওয়ান শুটার গান পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় সাধারণ ডাইরী মূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজারে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি।

শনিবার বিকেলে দারিয়াপুর বাজারে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে এই গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ, বিএনপি নেতা নাসির মেম্বার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসানাত আফরোজ, জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেদ আহমেদ রনি, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহীসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরে, উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। পরে পরিষদ মিলনায়তনে সমবায় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ এর মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমা, সুপ্রতিবেশীর মহিলার সমবায় সমিতির সভাপতি রেহেনা খাতুন, গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মোনাখালী অনির্বাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি আমজাদ হোসেন, এবং বিআরডিবি চেয়ারম্যান মুন্সি টিটো।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, উপজেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমবায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটিতে মেহেরপুর জেলার সমবায় সমিতির প্রথম স্থান অধিকার করা মুজিবনগর উপজেলার সুপ্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি ও গোপালনগর সমবায় ব্যবসায়ী সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠানকে, এছাড়াও সমবায়ে বিশেষ অবদানের জন্য গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাককে পুরস্কৃত করা হয়।

গাংনীতে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামের তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির তৃতীয় ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে নরমাল ডেলিভারিতে।

তাদেরকে শুভেচ্ছা উপহার দিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

শনিবার (০১ই নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম নেয়া ওই দম্পতির হাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ সহ অনেকেই।
গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির এই ছেলে সন্তানটি জন্ম নেয়। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে শামিম আহমেদ। জেলা প্রশাসকের উপহার পেয়ে নবজাতকের পিতা-মাতা আনন্দিত। তারা বলেন, ইতিপূর্বেও তাদের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে তারাও নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ শেষে বলেন, আমাদের মায়েদের যে ন্যাচারাল উপায়ে সন্তান প্রসবের অর্থাৎ নরমাল ডেলিভারি যেটিকে বলা হয় সেটিতে আমরা সকলকে উৎসাহিত করার জন্য যেখানে নরমাল ডেলিভারিতে বাচ্চা হবে সেখানে আমরা উপহার নিয়ে যাব। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই উদ্যোগটি নিয়েছি। উপহারের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে ওই বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন এর কার্ডটি তাৎক্ষণিক উপহারের সাথে তুলে দেওয়া হচ্ছে।